যুগান্তর

5 MAY 2017

কারিগরি বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ কমেছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারা দেশে অনুষ্ঠিত এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৯ ভাগ। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১ লাখ ৬ হাজার ২৩৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৮৭ জন।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। এর আগে সব বোর্ডের ফলের কপি গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন তিনি।

গত দুই বছরের তুলনায় এবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ'র সংখ্যা কমেছে। ফলের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৫ সালে পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ০১ ভাগ এবং ২০১৬ সালে ছিল ৮৩ দশমিক ১১ ভাগ। একইভাবে ২০১৫ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৯৩২ এবং ২০১৬ সালে ৭ হাজার ৯৭ জন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এ বছর এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ২৯টি ট্রেডে দেশের ২ হাজার ৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (৩৭টি সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ৪০টি সরকারি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট এবং ১ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

কারিগরি বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ কমেছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৯০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১ লাখ ৬ হাজার ২৩৯ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাস করেছে ৮৩ হাজার হাজার ৬০৩ জন। শতকরা ৭৮ দশমিক ৬৯ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৮৭ জন। এর মধ্যে দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থী ছিল ২ হাজার ১৩৩ জন। পাস করেছে ১ হাজার ৬৪৫ জন, পাসের হার ৭৭ দশমিক ১২ ভাগ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৭ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রকাশিত ফলে কোনো ধরনের ভুল পাওয়া গেলে তা সংশোধনে ফল প্রকাশের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে পারবে শিক্ষার্থীরা। তবে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন নির্ধারিত সময়ে শুধু অনলাইনে টেলিটকের মাধ্যমে করা যাবে।